বছর পর্যালোচনা, ২০১৭

সমাজ, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা পর্যালোচনা

গত ২০১৭ সালে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে যেমন ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে তেমনি আবার কিছু ঘটনা সমালোচিতও হয়েছে। গত বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আলোচিত বছরে তালাক এবং স্বামী-স্ত্রীর আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি প্রতিরোধে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কার্যকর পদক্ষেপ ছিল না। বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমেছে এবং এর বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। কিশোরীরা আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে প্রণীত 'চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেইন্ট অ্যাক্ট-১৯২৯' বাতিল করে ২০১৭ সালে 'বাল্য বিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭' নামে নতুন একটি আইন সংসদে পাশ করা হয়। এই আইনে মেয়ে ও ছেলেদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স আগের মতো ১৮ ও ২১ বছর বহাল থাকলেও 'বিশেষ প্রেক্ষাপটে' তার কম বয়সেও বিয়ের সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু এ বিশেষ প্রেক্ষাপট কী এবং কত কম বয়সে বিয়ে করা যাবে সেটি আইনটিতে পরিষ্কার করা হয়নি। নিজের বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করে রাজাপুরের মেয়ে শারমিন আক্তারের ইন্টারন্যাশনাল ওমেন অব কারেজ এওয়ার্ড (আইওডব্লিউসি) প্রাপ্তি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এছাড়া যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন এবং একক পরিবার গঠনের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান রয়েছে।

সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্রে বয়স্ক এবং বিধবা ভাতাসহ অন্যান্য ভাতার পরিমাণ বেড়েছে। তবে এখনো নিঃসন্তান বিধবাদের জন্য আলাদা ভাতা চালু হয়নি যদিও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট এটি নিয়ে বহুদিন ধরে সুপারিশ করে আসছে। কেবল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশে গড় আয়ু বেড়েছে। বৃদ্ধ নিবাস বাড়ছে তবে এর বিপক্ষে সাধারণ মানুষের নেতিবাচক মনোভাব অব্যাহত রয়েছে, বৃদ্ধরাও একে সহজে মেনে নিতে পারছেন না।

২০১৭ সালে জনগণের মাঝে ২০১৩ সালে পাস হওয়া পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ বিষয়ে যতটা প্রচার প্রচারণা থাকা দরকার ছিল ততটা লক্ষ্য করা যায় না। গত বছরগুলোর মত এ বছরেও এ বিষয়ে মামলা অব্যাহত থাকে এবং এর কার্যকারিতাও লক্ষ্য করা যায়। গত বছর প্রথমবারের মত মা-বাবা'র ভরণ-পোষণ আইনের মামলায় কক্সবাজারে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

বিদেশে অভিবাসন ক্রমবর্ধমানভাবে অব্যাহত রয়েছে। তবে সৌদি আরবে অধিক পরিমাণে কর বৃদ্ধি করায় সৌদি প্রবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। নারীদের অভিবাসনও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশে কর্মরত নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সারা বছর বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে।

গত বছরও হিজাব ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান ছিলো। বিভিন্ন ফ্যাশনের হিজাবের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈদ, পূজা, বিয়েসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য মধ্যবিত্তের মধ্যে ভারতে গিয়ে শপিং করার প্রবণতা বেড়েছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত থাকার কারণে গত বছরে সামাজিক অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ পর্যটন যেমন দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবার পরিজন ও বন্ধু

বান্ধবসহ অবকাশ যাপনের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকনাফের নাফ নদীর মাঝখানে 'জালিয়ার দ্বীপ'কে ঘিরে গঠিত হচ্ছে দেশের প্রথম বিশেষায়িত পর্যটন পার্ক। গত বছরে 'নাফ ট্যুরিজম পার্ক' নামের এই বিশেষ পর্যটন স্পটটির উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র এবং নাট্যাঙ্গনের বেশ কিছু খবর বছর জুড়ে আলোচিত হয়েছিলো। যৌথ প্রযোজনা বিতর্ক, নায়ক রাজ রাজ্জাকের মৃত্যু এবং শাকিব-অপুর সন্তানের খবর ও আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছিলো। তাহসান এবং মিথিলার বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাও বিনোদনপ্রেমীদের অন্যতম আলোচনার বিষয় ছিল। এছাড়া নাটকের ক্ষেত্রে ভারতীয় সিরিয়ালের জনপ্রিয়তা অপরিবর্তিত ছিল। যাত্রা, সার্কাস, জারিগানসহ লোকজ অনুষ্ঠানগুলির পরিমাণ কমে গেছে এবং অন্যদিকে কনসার্ট এবং আধুনিক গানের অনুষ্ঠান যুব সমাজের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। টকশোর জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যে টকশোতে প্রদত্ত তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতাও কমে গেছে। বেসরকারি রেডিওতে ইংলিশ ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ এবং বিকৃত বাংলা বলার পরিমাণ কমেছে। তবে টেলিভিশনে ইংরেজি ভাষার অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

গত বছরে খেলোয়ারদের উপার্জন বেড়েছে। অন্যদিকে, ফুটবলে মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য দেশের অন্যতম অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে যা আগামী দিনে মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণকে ইতিবাচক করে তুলতে ভূমিকা রাখবে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালের তুলনায় ক্রিকেটে ২০১৭ সালে সাফল্য ছিল কম। তবে আইসিসির বিশ্ব একাদশে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের দুইজন ক্রিকেটার স্থান পায়। প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলায় অতীতের তুলনায় গত বছরে সাফল্য ছিল কম। অলিম্পিকে বাংলাদেশের তেমন কোনো সাফল্য ছিল না।

রাজনীতিতে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রবীণদের তুলনায় নবীনদের গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বছর শেষে "কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন" নারী রোবট সোফিয়ার বাংলাদেশে আসার ঘটনা ছিল সাধারণ মানুষের আকর্ষণের বিষয়। সোফিয়ার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথোপকথন সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

গত বছর মুক্তিযুদ্ধের সময় নিপীড়িত ১৮ জন বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পায়। মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনার সংখ্যা এখন মোট ১৮৮ জন। এই স্বীকৃতি গত বছরের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো। এছাড়া, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী এবং মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠনের ৫৮ জন শব্দসৈনিককে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেয়া হয়।

রোহিঙ্গা ইস্যু গত বছরের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সামাজিক সংকট এবং স্থানীয় পর্যায়ে এর প্রভাব জনমানুষের মধ্যে অন্যতম উদ্বেগের বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গাদের ১৯ দফা বিশিষ্ট প্রত্যাবাসন চুক্তি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অব্যাহত আছে।

শিক্ষা খাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা গত বছরেও অব্যাহত ছিল যা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। দেশের সব ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাখাতে

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান বৃদ্ধির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিআইডিএস পৃথিবীর ১০৪ তম অবস্থানে রয়েছে যা পূর্বে ১০০-এর ভিতরে ছিল।

অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

বিশ্বব্যাংক এর সর্বশেষ তথ্য (ডিসেম্বর ২০১৭) অনুযায়ী, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪৪ তম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়াও ২০১৭ সালে পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ২য়, ধান উৎপাদনে ৪র্থ এবং চা উৎপাদনে ১২তম স্থান অর্জন করেছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৭.২৪% -এ পৌঁছেছে যা ২০১৬ সালে ছিল ৭.১১%। এই বৃদ্ধির হার স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী বছরগুলির মত, মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে প্রধান অবদান রেখেছে সেবা ও শিল্প খাত।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের পাশাপাশি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু আয়েরও উন্নতি হয়েছে। গত অর্থবছরে (২০১৬-১৭) মাথাপিছু আয় ছিল ১,৪৬৬ মার্কিন ডলার, যা ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৬০২ মার্কিন ডলার; মাথাপিছু আয়ের রেকর্ডে যা সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভের (মার্চ ২০১৭) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ৬২.১ মিলিয়ন শ্রম শক্তির মাঝে ২.৬ মিলিয়ন জনবল বেকার রয়েছে, যা প্রায় ২.১৮%। তবে বিশ্বব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেকারত্বের হার প্রায় ২.১০%। যদিও গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা, তথাপি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেকারত্ব কমানোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিকল্পনা নেই। এ বিষয়ে অন্যান্য দেশের মতো জাতীয় নীতিমালা ও কৌশল থাকা একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় বেকারত্ব দূর করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। কোনো একক প্রতিষ্ঠানকে এ দায়িত্ব প্রদান করা জরুরি। বেকারদের জন্য বেকার ভাতা চালু করার বিষয়ও বিবেচনায় আনা দরকার।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৮৪% যা ২০১০ সালের দিকে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩১.৫% -এ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রকাশিত (মার্চ, ২০১৭) তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ২৪.৮%। প্রতিবেদনে আরও আসে যে প্রায় ১২.৯% মানুষ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে যা গত বছর ছিল প্রায় ১৩.৭%। সামগ্রিকভাবে, দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। তবে দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি হলেও আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ১ম ১০% শীর্ষ ধনীদের কাছে ২৬.৯% আয় চলে যায়, আর শেষ ১০% মানুষের কাছে পৌঁছায় ৩.৮% আয়। অর্থাৎ শীর্ষ ১০% ধনী শেষ ১০% -এর তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বেশী আয় করেন। যার ফলে মোট দেশজ উৎপাদন/আয় বৃদ্ধি পেলে তার সুফল সাধারণ মানুষের নিকট কম পৌঁছায়। আয় বৈষম্য কমাতে না পারলেও সুযোগ বৈষম্য দূর করতে হবে। এর জন্য পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

গত বছর গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৫ শতাংশ। বছরের মাঝামাঝিতে বন্যায় ফসলের ক্ষতি হওয়ায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬২ শতাংশ হয়েছিল যা ডিসেম্বরে কিছুটা কমে ৭.১৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে বন্যা পরিস্থিতির পর সরকারের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের জন্য খাদ্য মূল্যস্ফীতি মোট মূল্যস্ফীতির উপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

চলতি অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে বরাবরের মত বাজেট ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বাজেট ঘাটতি ১,১২,২৭৬ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২৮%। এর মধ্যে প্রায় ৬০,৩৫২ (৫৩.৭৫%) কোটি টাকা ঘাটতি পুরণ করা হবে আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে (ব্যাংকিং খাত, সঞ্চয়পত্র এবং অন্যান্য অ-ব্যাংকিং খাত) এবং ৫১,৯২৪ (৪৬.২৫%) কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ করা হবে বৈদেশিক উৎস থেকে। এই অর্থ বছরেও বাজেট প্রস্তুতির পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি যদিও বিআইএসআর দীর্ঘদিন ধরে চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরির বিষয়ে প্রস্তাব দিয়ে আসছে। চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরি না হওয়ার ফলে

অর্থ অপব্যবহারের বা অব্যবহৃত থাকার সুযোগ থেকে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষসহ সংবাদপত্রে তা মাঝে মাঝে আলোচনায় আসে। বিদ্যমান বাজেট পদ্ধতির পরিবর্তে চাহিদাভিত্তিক বাজেট অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বৈদেশিক খাত দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ অর্থনীতির জন্য শক্তির উৎস। সাম্প্রতিক সময়ে এই নির্ভশীলতা পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১.৭ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ শতাংশ। তবে আশার কথা হল, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের পাশাপাশি মোট রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে। তবে রপ্তানির তুলনায় উচ্চ হারে আমদানি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানির বৃদ্ধি সত্ত্বেও রেমিটেন্স (-) ১৫.৯ শতাংশ নেতিবাচক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে রেমিটেন্সের প্রবাহ। এ ছাড়াও মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকা শক্তিশালী হওয়ায় রপ্তানি এবং রেমিটেন্স হার হ্রাস পেতে পারে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

রাজস্ব সংগ্রহের গতি বাড়ানোর জন্য এনবিআর ভ্যাট আইন ২০১২ অনুসরণ করেছে এবং আয়কর মেলাসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি অনলাইন ভ্যাট সিস্টেমটি ২০১৭ সালে বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা ভ্যাট প্রদানের সময় ও ঝুঁকি কমাতে পারে। ২০১৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এনবিআর-এর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৪,০৬৬.৩৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে এনবিআর ৭৫,৩০৮.৫৫ কোটি টাকা (৮৯.৫৮%) সংগ্রহ করতে পেরেছে। তবে আয়কর ও ভ্যাটের হার আরো সহনশীল এবং পরিশোধের পদ্ধতিকে আরো সহজ করার দাবী সকল মহল থেকে এসেছে।

২০১৭ সালে পুঁজি বাজার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল। ডিএসই সূচক এই বছরে তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। তাছাড়া শেয়ার বাজারে দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো উল্লেখযোগ্য অভিযোগ ছিল না। এটি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন স্টক মার্কেটে যে কোনো ফটকা কারবার প্রতিরোধ করার জন্য তাঁদের সর্বোত্তম চেষ্টা চালাচ্ছে। যার ফলে স্টক মার্কেট বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করছে এবং এটি স্টক মার্কেট সূচকে উন্নতির জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

২০১৭ সালের মার্চ মাসে বৈদেশিক বিনিয়োগ তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এ সময় বিদেশী বিনিয়োগের পরিমান ছিল ৮৫৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্পষ্টতই বাংলাদেশ এখন বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের সুফল ভোগ করছে। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে তুলনামুলক সস্তা শ্রমবাজার এবং একটি বৃহৎ ভোক্তাবাজার ২০১৭ সালে জাপানকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়ার জন্য প্রভাবিত করেছে। হলি আর্টিসান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন এবং বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করে সাফল্য অর্জন করেছে।

বিগত বছরের তুলনায় ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৩,৫৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ এখন আট মাস পণ্য আমদানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় (সর্বনিম্ন তিন মাসের আমদানির সক্ষমতা) অনেক বেশি। বৈদেশিক রিজার্ভ বৃদ্ধির হার আগের আর্থিক বছরের হারের তুলনায় কম। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনাটি আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ স্তরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত করতে পারেনি।

সরকার সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন স্কেল অনুযায়ী সর্বাধিক মূল বেতন স্কেল ৭৮,০০০ টাকা এবং ন্যূনতম বেতন স্কেল ৮,২৫০ টাকা নির্ধারণ করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে বেতন স্কেল বেড়েছে প্রায় শতকরা ৯১ থেকে ১০১ ভাগ। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, নতুন বেতন স্কেল সরকারি খরচের খাতে প্রায় ১৫৯.০৪ বিলিয়ন টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করবে এবং পরবর্তী অর্থবছরে বৃদ্ধি করবে প্রায় ২৩৮.২৮ বিলিয়ন টাকা। উন্নত বেতন স্কেল সরকারি কর্মকর্তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকারি কর্মকর্তারা নতুন বেতন স্কেল সুবিধা ভোগ করছেন। তবে সরকারি অফিসে সেবা প্রদানের মান আগের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী তা এখনো উন্নত হয়নি। উন্নত মানের সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকার আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। বর্তমানে চালুকৃত এপিএ পদ্ধতি যথেষ্ট নয়।

ব্যাংকিং খাতের সূচক অনুযায়ী শেয়ার বাজারে ২০১৭ সালে ব্যাংকিং খাত সেরা সূচক অর্জন করেছে। ২০১৬ সালে মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৩,৩৬৫ কোটি টাকা যা ২০১৭ সালের মার্চে এসে হয় ৭৩,৪০৯ (১৫.৮৫%) কোটি টাকা। তবে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে খেলাপী ঋণের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ৬২,১২৭ (১৫.৩৭%) কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খেলাপী ঋণের সঠিক পরিমাণ প্রকাশ করতে বললেও বেশিরভাগ ব্যাংক তা গোপন করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গত বছর রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির খেলাপী ঋণের পরিমাণ সর্বাধিক ছিল, তবে কিছু বেসরকারি ব্যাংকেরও ২০১৭ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খেলাপী ঋণ ছিল। অকার্যকর ঋণ বৃদ্ধি ও পুঁজির অপর্যাপ্ততা এসব ব্যাংকগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে জনগণের করের টাকা থেকে খরচ করতে হয়, যা দীর্ঘায়িত হলে করদাতারা নিরুৎসাহিত হতে পারেন।কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই অবস্থা উন্নয়নের জন্য কঠোর নীতি গ্রহণ করতে পারে।

রাজনীতি

২০১৭ সালে রাজনীতির ক্ষেত্রে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল, প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ, নির্বাচন কমিশন গঠন, বছর শেষে বিএনপি-এর রাজনৈতিকভাবে কিছুটা চাঙ্গা হওয়া, জামাতের কোনঠাসা অবস্থা, নির্বাচন নিয়ে আলোচনা, রোহিঙ্গা সমস্যা, পদ্মাসেতুর দুর্নীতির রায়, স্থানীয় সরকারের দল ভিত্তিক নির্বাচন, ভাস্কর্য স্থানান্তর এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষনের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি। বছরটিতে যে-সব বিষয়গুলো তেমন ঘটেনি তা হচ্ছে হরতাল, অবরোধ, বড় কোনো রাজনৈতিক নেতা হত্যা, বড় কোনো রাজনৈতিক জোট গঠন, বড় কোনো জোটে ভাঙ্গন, সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন, ইত্যাদি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন নাই বললেই চলে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান দুটি দলের মধ্যে মতপার্থক্য তেমন কমেনি। নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে সারা বছরই বিতর্ক অব্যাহত ছিল। গণতন্ত্রের আলোচনা এখনো নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। 'উন্নয়ন নাকি গণতন্ত্র' বিষয়টি মাঝে মাঝে আলোচনায় এসেছে, কোনো পক্ষ পরাজিত হয়েছে বলে মনে হয়নি। দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য ভেঙ্গে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার করে হয়েছে। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে কেউ কেউ বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবেও নির্বাচন করেছেন।

ষোড়শ সংশোধনী বাতিল নিয়ে সংসদ এবং সংসদের বাইরে তীব্র আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ একটি আলোচিত ঘটনা ছিল।

নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচনা এবং সমালোচনা হয়েছে, এর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে বিভিন্ন নিবন্ধিত দলের আলোচনা হয়েছে। ভোট গ্রহণ পদ্ধতিতে ইভিএম-এর ব্যবহার এবং সেনাবাহিনী নিয়োগের বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

বছর শেষে বিএনপি রাজনৈতিকভাবে কিছুটা চাঙ্গা হয়েছে। জামাতের কোণঠাসা অবস্থা অব্যাহত ছিল। অন্য কোনো দল বা জোটের তৎপরতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের তেমন কোনো প্রবণতা দেখা যায় নি। রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণভাবে হয়েছে। সেখানে বড় ধরনের কোনো অনিয়মের কথা কেউ বলেন নি। নির্বাচন কমিশন এটিসহ আরো কিছু স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনেকটা সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

পদ্মাসেতুর দুর্নীতির রায় পেয়ে সরকার এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। অনেকে এ সম্পর্কে আগে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করেছিলেন। এই রায়ের মাধ্যমে সে বিতর্কের অবসান হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে ভাস্কর্য স্থাপন ও স্থানান্তরও স্বল্পকালীন একটি আলোচিত বিষয় ছিল।

রোহিঙ্গা সমস্যা সারা দেশের মানুষকে নাড়া দেয়। ব্যাপকভাবে সকলে তাঁদের জন্য মানবিক সাহায্য প্রদানে উৎসাহ দেখায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। অল্প কয়েকটি দেশ নিরুৎসাহী ছিল। রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে মায়ানমারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

গত বছরে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ৭ মার্চের ভাষণের ইউনেস্কো স্বীকৃতি। ইউনেস্কো গত অক্টোবর ৩০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে *মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার*-এ তালিকাবদ্ধ করার কথা ঘোষণা করে। দেশের মানুষ ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতিকে বাংলাদেশের জন্য "অন্যতম একটি আন্তর্জাতিক অর্জন" হিসেবে দেখেছেন। বছরটি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা রেখেই শেষ হয়।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

২০১৭ সালের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অতীতের চেয়ে কিছুটা উন্নত হয়েছে। যদিও অপরাধ প্রবণতা, প্রকৃতি ও এর ধরন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের তুলনামূলক অপরাধচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে অপরাধ ও হত্যা বা খুনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অপরাধ ও হত্যা বা খুনের সংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে -৬৯% এবং -১০%, যেখানে বিবিএস-এর তথ্য মতে ২০১৭ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩২%।

বিগত বছরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুনর্গঠন করে জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা নামক দুইটি বিভাগ সৃষ্টি, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনসহ সর্বমোট ২৪টি আইন পাশ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT) পুনর্গঠন, মোবাইল ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন, প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ এবং প্রতিরক্ষা নীতির খসড়া চূড়ান্তকরণ। গত বছর প্রদানকৃত রায়সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ষোড়শ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত রায়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর ২৮তম ও ২৯তম রায়, পিলখানা হত্যাযজ্ঞের রায়, বিচারকদের ৩৮ দফা আচরণবিধি প্রণয়ন, যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সময়সীমা সংক্রান্ত রায় এবং কারাদন্ডের ক্ষেত্রে হাজতকালীন সময়কাল অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। এছাড়াও পুলিশে কমান্ডো ইউনিট ও অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট অনুমোদন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে যার প্রতিফলন অপরাধ ও হত্যার হার থেকে অনুমেয়। বাংলাদেশ পুলিশের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমন অভিযান অনেক দেশে মডেল হিসাবে স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক অর্থপাচার ও সন্ত্রাসের অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে ১৪২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮২তম এবং দুর্নীতি ধারণা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উচ্চক্রমে ১৪৫তম। কমিউনিটি পুলিশিং-এর কার্যক্রম পুলিশ-কমিউনিটি সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জরুরি প্রয়োজনে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়ার সেবা চালু করা হয়েছে যা ব্যাপকভাবে আশার সঞ্চার করেছে। বিআইএসআর-এর ২০১৭ সালে সম্পাদিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে, জনগণের ৮০% পুলিশের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশে যেসব ধরনের অপরাধ সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত হচ্ছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হত্যা বা খুন (পিটিয়ে, শ্বাসরোধ করে, জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে, কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ইত্যাদি), যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, পরকীয়া, গুম, মানবপাচার, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সাইবার অপরাধ ইত্যাদি। এছাড়াও বিগত বছরের শেষের দিকে ছিনতাই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। যদিও জাতীয় পর্যায়ে ভূক্তভোগী জরিপ (Victimization Survey) না হওয়ায় বাংলাদেশে কোন ধরনের অপরাধ বেশি হচেছ এবং কেন হচ্ছে সে বিষয়টি অস্পষ্ট। এছাড়াও ২০১৭ সাল পর্যন্ত আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৭ লাখ যেখানে বিচারকের সংখ্যা মাত্র ১৩৯৭ জন (বিচারক প্রতি ১৯৬৯ মামলা)। যদিও ঢাকা বা ময়মনসিংহ বিচারিক আদালতের মডেল ব্যবহার করে অল্প সময়ে এই সমস্যা নিরসন করা সম্ভব বলে বিআইএসআর-এর এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়।

বিগত বছরে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বিকৃতরূপে মাঝে মাঝে দেখা যায়। যেমন, নওগাঁয় আরাফাত হোসেন নামে এক শিশুকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শরীয়তপুরে প্রতিবেশি এক নারীর সঙ্গে বিরোধের জের ধরে ছয় মাসের এক শিশু নিহত হয়। নারায়ণগঞ্জের একটি তুলা কারখানায় একজন শিশু শ্রমিককে পেটে বাতাস ঢুকিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ২০১১ ও ২০১২ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে দেশে ধর্ষণের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে এর ক্রমবর্ধমান হার বোঝা যায়। যৌতুক, পাচার ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে অনেক নারী। বুশরা, সিমি, ইন্দ্রানি, মহিমা, তৃষা ও ফাহিমার মতো অনেক মেয়ে সমাজের বখাটেদের নির্যাতন ও নিপীড়নের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহননে বাধ্য হয়েছে।

পরিবেশ

গত বছরে পরিবেশের যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল সেগুলো হলঃ বুড়িগঙ্গার পানির মানের উন্নতি, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু, হাজারীবাগের ট্যানারি স্থানান্তরকরণ, সিলেটের হাওর এলাকার মাছের মহামারী, বায়ুদূষণে ঢাকার অবস্থান এর অবনতি, অতিবৃষ্টিতে পার্বত্য এলাকায় পাহাড় ধস, বন ধ্বংসের ফলে লজ্জাবতী বানরের বিলুপ্তি, কক্সবাজারকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য পৃথিবীর দীর্ঘতম পায়ে হেঁটে র‍্যালি, রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের জন্য পরিবেশের উপর ক্ষতির পরিমাণ, পরিবেশ অধিদপ্তরের ৭টি কারখানাকে জরিমানা ও বছরের শেষ দিকে সাভারে মাটির নিচে বিশাল পানির ভান্ডারের খোঁজ পাওয়া।

গত বছরে পরিবেশের ইতিবাচক বিষয়গুলোর মধ্যে বছরের প্রথম দিকেই আলোচিত একটি বিষয় ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর পানির উন্নতির খবর। পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (পানিতে বসবাসকৃত প্রাণীদের শ্বাসপ্রশ্বাসে ব্যবহৃত হয়) যেটির পরিমাণ মার্চ ও এপ্রিল মাসে ০.১ মিলি/ লিটার হয়েছিল সেটি বছরের প্রথম দুই মাসে ছিল শুন্য, ডিসেম্বর মাসে এর পরিমাণ বেড়ে ২.৩ মিলি/লিটার হয়েছিল। গত বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ঢাকা শহর থেকে ট্যানারি অপসারণ। গবেষকদের মতে, হাজারীবাগের চামড়া শিল্পের কারখানাগুলোকে ঢাকার বাইরে স্থানান্তরিত করার জন্যই বুড়িগঙ্গার পানির মানের এই উন্নতি হয়েছে।

কক্সবাজারকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য পৃথিবীর দীর্ঘতম পায়ে হেঁটে র‍্যালি ছিল আরও একটি অন্যতম উদ্যোগ যেটি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছিল। পরিবেশ অধিদপ্তর বিগত বছরে ৭টি কারখানাকে জরিমানা করে। বছরের শেষের দিকে সাভারে মাটির নিচে বিশাল স্বাদু পানির ভান্ডারের খোঁজ পাওয়া ছিল আরও একটি সুসংবাদ।

২০১৭ সালে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জীববৈচিত্র্য আইন প্রণীত হয়। এটি উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি আইন।

গত বছরের সবচেয়ে আলোচিত পরিবেশগত বিপর্যয়ের অন্যতম একটি বিষয় ছিল সিলেট বিভাগের বিভিন্ন হাওরের মাছ মারা যাওয়া। গবেষকদের হিসাবে দেখা যায় যে, মোট ৬টি জেলার প্রায় ২১৯,৮৪০ হেক্টর জমি হঠাৎ প্লাবিত হয়ে ২৮৬০ ঘরবাড়ি পূর্ণাঙ্গভাবে এবং ১৫,৩৪৫টি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া কিছু গবাদি পশু ও বেশ কিছু হাঁস মারা যায়। প্রচুর ধানি জমি পানিতে ডুবে যায় এবং ধানগাছ পচনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর গ্যাসের কারণে প্রায় ৮০০ মেট্রিকটন মাছ মারা যায় বলে হিসাব করা হয়। বনের লজ্জাবতী বানরের বিলুপ্তির ঘটনা পরিবেশবিদদের মনে আবারও আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে বনভূমি ধ্বংসের ফলে আরও কত

প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পাহাড় ধসের কারণে ২০১৭ সালে সামরিক বাহিনীর লোকসহ বেশকিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের কারণেও পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন গবেষকরা যা আগামী বছরগুলোতে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তীব্র ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ভূমিধস এবং খরার সম্মুখীন হচ্ছে; অতীতের তুলনায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত এসব বিপর্যয়ের তীব্রতা এবং মাত্রা ক্রমাগত বেড়েছে। সম্প্রতি গার্ডিয়ান পত্রিকা বাংলাদেশকে তাদের সাতটি জলবায়ু পরিবর্তনের হটস্পট তালিকায় তুলে ধরেছে।

এই দশকেই ২০১৭ সালসহ বাংলাদেশের পর পর তিনবার গ্রীষ্মকালীন চরম গরম তাপ অনুভূত হয়েছে। গত বছর বর্ষা মৌসুমে অনিয়মিত এবং অল্প সময়ে অধিক বর্ষণের কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। গত আগষ্ট মাসের তিন সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের ১৩ হাজার মানুষ পানিবাহিত রোগ এবং শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমনের শিকার হয়, যার কারণ হিসাবে অনিয়মিত ভারি বর্ষাকে উল্লেখ করা হয়। একই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতিকে "সবচেয়ে মারাত্মক" বলে অভিহিত করা হয়েছে, যেখানে রংপুরে আগষ্ট মাসের ১১ এবং ১২ তারিখ এই দুই দিনে ৩৬০ মি.মি. বৃষ্টিপাতের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়।